রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ৩, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-৯।
বাংলাদেশ সচিবালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ :২২শে পৌষ ১৪০৫ বাং/৫ই জানুয়ারী ১৯৯৯ইং

এস, আর, ও, ৫-আইন/শ্রকম/শা-৯/৩(৫)/৯৯ Industrial Relations ordinance, 1969(XXIII of 1969) Section 37 এর Sub-section(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার ৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :

ক্রমিক নং।	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১।	অভিযোগ মামলা	৩৪/৯৩
২।	মজুরী পরিশোধ মামলা	১১৮/৯৩
৩।	মজুরী পরিশোধ মামলা	১০/৯৮
৪।	আপীল মোকদ্দমা	১/৯৭
৫।	অভিযোগ মামলা	২৯/৯৩
৬।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৬১/৯৩

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

মূল্য : টাকা ৪.০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান তৃতীয় শ্রম আদালতের কার্যালয়,
৪নং রাজউক এভিনিউ (৬ষ্ঠতলা)
ঢাকা-১০০০।

উপস্থিত :-মোহাম্মদ আমানুল্লাহ

চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত ঢাকা।
রায় প্রদান :-মঙ্গলবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইং।

অভিযোগ মামলা নং ৩৪/১৯৯৩ ইং

১। ফজলী ইকবাল হোসেন-প্রথম পক্ষ।

বনাম

১। নির্বাহী পরিচালক,
আদমজী জুট মিলস্ লি:-দ্বিতীয় পক্ষ।

রায়

১৯৬৫ ইং সনের শ্রমিক নিয়োগ অধ্যাদেশের ২৫ ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২৭-৮-৮১ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ শিক্ষানবিস সুপারভাইজার হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে নিয়োগলাভ করেন এবং ২৩-২-৮২ইং তারিখে তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষ সহকারী উৎপাদন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। তাহার চাকুরীর অতীত অত্যন্ত ভাল এবং তাহার মাসিক বেতন ২,৫৭৫ টাকা ছিল। দ্বিতীয় পক্ষ ৩১-১-৯৩ ইং তারিখে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। প্রথম পক্ষ ৬-২-৯৩ ইং তারিখে একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করিয়া তাহা বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় পক্ষ তাহার বক্তব্য সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ৮-৩-৯৩ ইং তারিখে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের নিমিত্তে একটি ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি তাহাদের ১০-৩-৯৩ ইং তারিখের জারীকৃত নোটিশের মাধ্যমে তাহাকে ২০-৩-৯৩ ইং তারিখ সকল ১০ ঘটিকায় সময় কমিটির সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। প্রথম পক্ষ উক্ত নোটিশে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে কমিটির সম্মুখে হাজির হয়। তদন্ত কমিটির সদস্য-সচিব অনুপস্থিত ছিলেন। তদন্ত কমিটি প্রথম হইতে তাহাকে ব্যাপক প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং অভিযোগকারীর পক্ষের কোন সাক্ষীকে তাহার সম্মুখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নাই এবং সাক্ষীকে জেরা করার কোন সুযোগ তাহাকে দেওয়া হয় নাই। তদন্তকালে অভিযোগের সমর্থনে অভিযোগকারীর পক্ষ হইতে কোন দলিলপত্র, লেজার, ইত্যাদি দাখিল করা হয় নাই। এমনকি প্রথম পক্ষকে তাহার পক্ষে সাক্ষী দ্বারা সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং তদন্তের কার্যক্রম পড়ায় না শুনাইয়া প্রথম পক্ষের দস্তখত নেওয়া হয়। তদন্তকালে তদন্তকার্যক্রম একজন ক্লার্ক দিয়া লিপিবদ্ধ করানো হইয়াছে। ফলে সম্পূর্ণ তদন্ত কার্যক্রম বেআইনী ও ন্যায় নীতির পরিপন্থী হইয়াছে। উক্ত অবৈধ বেআইনী তদন্তের ভিত্তিতে তাহাকে ২৫-৫-৯৩ ইং তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষ ১৪-৬-৯৩ ইং তারিখে একটি অনুযোগ পত্র দাখিল করে। কিন্তু ইহার উপর দ্বিতীয় পক্ষের কোন সিদ্ধান্ত তাহাকে জানানো হয় নাই।

তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষ তাহার চাকুরী বিবরণী পর্যালোচনা করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। একই সাথে তাহার নিকট হইতে পাকা আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ২৫,১৩৮' ৭৪ টাকা তাহার চূড়ান্ত পাওনা হইতে কর্তন করিয়া রাখা হইয়াছে। যাহা এক অপরাধে জন্য দ্বিতীয় শাস্তি। দ্বিতীয় পক্ষ বেআইনি তদন্তের মাধ্যমে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাহার পাওনা টাকা হইতে উক্ত টাকা কর্তন করিয়াছেন যাহা ন্যায় নীতির পরিপন্থী ফলে অত্র মামলা।

দ্বিতীয় পক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, ১৯৬৫ ইং সনের শ্রমিক নিয়োগ আইনের ২৫ ধারায় মামলাটি রক্ষণীয় নহে, মামলা করার কোন কারণ ছিল না, প্রথম পক্ষ কোন শ্রমিক নহে বিধায় মামলাটি রক্ষণীয় নহে এবং মামলাটি তমাদিতে বাধিত। তাহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষের চাকুরীর ইতিহাস ভাল নহে তাহাকে কয়েক দফা কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল এবং সতর্কীকরণ নোটিশও দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকায় তাহাকে অভিযোগ পত্র দেওয়া হয় এবং তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তকালে প্রথম পক্ষের জবানবন্দি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তিনি তাহার পক্ষে সাক্ষী উপস্থাপন করিতে এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাক্ষীকে জেরা করিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তদন্ত কমিটি কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তদন্তকালে ন্যায় নীতি ব্যাহত হয়নি। তদন্তকমিটির তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশে তদন্ত কার্যক্রম রেকর্ড করা হইয়াছে। তদন্ত কমিটি তাহাদের প্রতিবেদনে প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছে। তাহার বরখাস্ত কালে তাহার চাকুরী ইতিহাস বিবেচনায় নেওয়া হইয়াছে। প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত এবং তাহার মোট পাওনা হইতে টাকা কর্তন এক এবং অভিন্ন শাস্তি। তাহাকে একই অপরাধের জন্য ২টি ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি প্রদান করা হয় নাই। আইনানুগ ভাবে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং তাহার মোট পাওনা হইতে ২৫,১৩৮' ৭৪ টাকা কর্তন করা হইয়াছে। ফলে বর্তমান মামলাটি খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাইতে পারে কিনা।

অত্র মামলায় উভয় পক্ষ একজন করিয়া সাক্ষী দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। প্রথম পক্ষ নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাহার আরজীর বক্তব্য সমর্থন করিয়াছে। তাহার বক্তব্যের সমর্থনে প্রঃ ১-৭/১ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছে। নিয়োগপত্র প্রঃ ১ অভিযোগ পত্র প্রঃ ২, অভিযোগের জবাব প্রঃ ৩ তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন প্রঃ ৪ তদন্তের নোটিশ প্রঃ ৫ বরখাস্ত পত্র প্রঃ ৬, এবং অনুযোগ পত্র ও ডাক রসিদ যথাক্রমে প্রঃ ৭ ও ৭/১। অভিযোগ পত্র প্রঃ ২ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ নিজে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ার জন্য অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে যোগসাজশে ভুয়া শ্রমিক টোকেন ও হাজিরা দেখাইয়া বিল বেনিফিট বিলের মাধ্যমে জুলাই/৯১ হইতে ডিসেম্বর/৯২ পর্যন্ত সময়ে মোট ১,২৫,৬৯৩' ৬৯ টাকা আত্মসাত করিয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষ মোঃ জহিরুল হক নামক একজন সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব) দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করাইয়াছে। তাহারা প্রঃ ক-ঘ(২) পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছে। এই সাক্ষী নিজে এই তদন্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি সাক্ষীদান কালে বলিয়াছিলেন, যে, তাহারা কেহই তদন্ত প্রতিবেদন লেখেন নাই এবং তদন্ত কমিটির সদস্য-সচিব তদন্তে প্রায় প্রত্যেক দিন উপস্থিত ছিলেন তাহার এই বক্তব্য হইতে প্রতিয়মান হয় যে, তদন্তের জন্য ধার্য প্রত্যেকটি তারিখে সদস্য সচিব উপস্থিত ছিলেন না। তাহার সাক্ষ্য হইতে আরো দেখা যায় যে, অডিট টিমের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা শুরু হয় এবং অডিট টিমের তাহাকেও তাহার তদন্তকালে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই এবং কেবলমাত্র ৮টি প্রশ্নের মাধ্যমে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে ও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ কালে অন্য কেহ উপস্থিতি ছিল না। তবে এই সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে ইহা সন্দাহীতভাবে বলা যায় যে, ১-৪-৯৩ ইং তারিখে প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে অন্য কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। প্রথম পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ কালে তাহাকে স্বাধীনভাবে কোন কিছু বলার সুযোগও দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ তদন্ত কমিটি তাহাকে ৮টি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং এই ৮টি প্রশ্নের উত্তরই তাহার সাক্ষ্য। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহার অনুপস্থিতিতে এবং তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের কোন সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ না দিয়া দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে যাহা ন্যায় নীতির পরিপন্থি।

উপরোলিখিত সাক্ষীদয়ের সাক্ষ্য এবং প্রদর্শিত দলিলাদি পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ মিলের সহকারী উৎপাদন কর্মকর্তা তিনি টাইম কিপারের দস্তখত দেখিয়া বিলটি যাচাই-বাচাই না করিয়া বিলে স্বাক্ষর করিয়া দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার স্বাক্ষর দানের পর বিলটিতে আরো কয়েকজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা স্বাক্ষর করিয়াছেন, কেবল মাত্র ১-৪-৯৩ ইং তারিখে তদন্ত কমিটি তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উপস্থিতিতে অন্য কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই, অডিট আপত্তি হইতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইলেও তদন্ত কমিটি অডিট টিমের কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই এবং এবং অভিযোগকারী মিল কর্তৃপক্ষের কে বা কাহারা স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে এবং কোন কোন তারিখে স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে তাহার কোন উল্লেখ তদন্ত প্রতিবেদন প্রঃ ঘ তে উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত কমিটি তদন্তকার্য্য পরিচালনায় ন্যূনতম নিয়ম-কানুন জানেন না এবং সম্পূর্ণ তদন্তকার্য্যটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিতে সম্ভব হইয়াছে এবং ইহাতে ন্যায় বিচার ব্যহত হইয়াছে অর্থাৎ প্রথম পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যূনতম সুযোগ পায় নাই।

তদন্ত প্রতিবেদন প্রঃ ঘ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ, ২৮,৫৭৫·৪০ টাকা ফিক্স বেনিফিট ভুয়া বিলে স্বাক্ষর করিয়াছে তিনি স্বয়ং ৭,২৫০·৫৭ টাকা নিজেই পরিশোধ করিয়াছেন মর্মে তদন্ত কমিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ফলে ভুয়া বিলে স্বাক্ষর ও আদায়ের দায় দায়িত্ব প্রথম পক্ষ এড়াইয়া যাইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের সমদয় পাওনা হইতে ২৫,১৩৮·৭৪ টাকা কর্তনের সিদ্ধান্তটি যথাযথ এবং বহাল থাকিবে।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলাটিতে তাহাকে আত্ম পক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেওয়ায় সে কেবলমাত্র তাহার চাকুরী ফিরিয়ে পাইবে এবং অন্য কোন কোন আর্থিক সুবিধা পাইবে না।

অত্র মামলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সাথে আলোচনা করা হইয়াছে এবং অত্র মামলার নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাহারা উভয় একমত।

অতএব, অত্র অভিযোগ মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল।

প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করার দিন হইতে পুনরায় চাকুরীতে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত সময়কাল ছুটির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অর্জিত ছুটি হিসাবে গণ্য করিয়া সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের পূর্ণ বেতন পরিশোধ পূর্বক অত্র রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহাকে তাহার পূর্ব পদে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল। প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ২৫,১৩৮·৭৪ টাকা কর্তন করিয়া রাখার শাস্তি বহাল থাকিবে। আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত।

স্বা:
(মোহাম্মদ আমান উল্লাহ)
চেয়ারম্যান,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান, তৃতীয় শ্রম আদালতের কার্য্যালয়,
৪ নং রাজউক এভিনিউ (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-১০০০।

উপস্থিত :-মোহাম্মদ আমানউল্লাহ চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
রায় প্রচার : রবিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ইং
মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১১৮/৯৩

১। এ, এস, এম, নাজমুল আহসান দরখাস্তকারী।

বনাম

১। উপ-মহাব্যবস্থাপক,
করিম জুট মিলস লি :—প্রতিপক্ষ।

রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রতিপক্ষের জুট মিলে দরখাস্তকারী স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কম্পাউন্ডার পদে ১৯-৯-৭২ইং তারিখে নিয়োগ লাভ করিয়া ১-৯-৯১ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়া আসিতে ছিল। তাহার সর্বশেষ মাসিক মূল মজুরী ছিল ৩,৪৯৫/টাকা

প্রতিপক্ষ ৩১-৮-৯১ ইং তারিখে একটি পত্রের মাধ্যমে দরখাস্তকারীকে ১-৯-৯১ ইং তারিখ হইতে চাকুরী হইতে বে-আইনীভাবে ছাটাই করেন। এই ছাটাই আদেশ এর বিরুদ্ধে দরখাস্তকারী ২য় শ্রম আদালতে অভিযোগ মামলা নং ১৪৮/৯১ দায়ের করিলে তাহাতে ২৭-৪-৯৩ ইং তারিখ প্রচারিত রায়ে ছাটাই আদেশটিকে টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত করা হয় এবং দরখাস্তকারীকে টারমিনেশন বেনিফিট প্রদানে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার টারমিনেশন বেনিফিট অদ্যাবধি পরিশোধ করেন নাই। দরখাস্তকারী পর পর তিনটি পত্র দিয়া অনুরোধ করিয়া তাহার টারমিনেশন বেনিফিট পাইতে ব্যর্থ হইয়া ২৭-৩-৯৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে পত্র দিয়া তাহার পাওনা পরিশোধের অনুরোধ করেন। দরখাস্তকারী বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রয়োজনীয় ছাড় পত্র গ্রহণ করার পর প্রতিপক্ষ তাহার পাওনা বাবদ ১,৬৩,২১৬.৫০ টাকার বিল প্রস্তুত করিয়া আর্থিক অসুবিধার দরুণ তাহাকে ৯-৮-৯৩ইং তারিখে আংশিক ১,০৩০.০ (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করেন এবং দরখাস্তকারী আপত্তিসহকারে উক্ত টাকা গ্রহণ করে। কিন্তু অবশিষ্ট মজুরীর টাকা পরিশোধ করিতে প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করিতেছে। দরখাস্তকারী ২০-৯-৯৩ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের বরাবর একটি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ অদ্যাবধি তাহার অবশিষ্ট অবশিষ্ট পাওনা ৬৩,২১৬.৫০ পয়সা পরিশোধ করে নাই ফলে অত্র মামলা।

প্রতিপক্ষ মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অবতীর্ন হইয়া দরখাস্তকারীর যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করে যে, মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং মামলা করার কোন কারন না থাকায় ইহা খারিজযোগ্য। তাহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, দরখাস্তকারীকে ফুল বেতন স্কেল প্রদান করিয়া তাহার বেতন ৩,৪৯৫/টাকা ভুল ক্রমে নির্ধারন করা হইয়াছিল এবং তাহা ১-৭-৯১ ইং তারিখ আদেশ বলে বাতিল করা হয়। অভিযোগ মামলা নং ১৪৮/৯১ এর লিখিত জবাবে ছাড়পত্র প্রদান পূর্বক যে-কোন কার্য্য দিবসে তাহার পাওনা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে বুঝিয়া নেওয়ার জন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অফিসে যোগাযোগ করে নাই। দরখাস্তকারী ২৭-৫-৯৩ ইং তারিখে ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা জানাইয়া একটি দরখাস্ত দিয়া চূড়ান্ত বিলের বিপরীতে তাহার ১ (এক) লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদানের অনুরোধ করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করিয়া ইতিপূর্বে প্রদানকৃত যাবতীয় অগ্রিম কর্তন করিয়া তাহার ৯৬,৭৩৬ টাকা পরিশোধ করিয়া দেন এবং দরখাস্তকারীর আর কোন পাওনা নাই। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নোটিফিকেশন মোতাবেক কমপাউন্ডারগণের বেতন ৩২৫-৬১০ স্কেলে নির্ধারিত হয়। কিন্তু ভুল বশতঃ দরখাস্তকারীকে উক্তস্কেলের পরিবর্তে ১ ভাগ উপরের স্কেলে অর্থাৎ ৩৭০-৭৪৫ স্কেলে তাহার বেতন ১-৭-৭৭ ইং তারিখে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ভুল বেতন নির্ধারনীকে ভিত্তি করিয়াই টাইমস্কেল এবং পরবর্তী নতুন স্কেলে বেতন নির্ধারন করিয়া ৩১-৮-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত তাহাকে বেতন ও ভাতাদি প্রদান করা হইয়াছে। নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯১ বাস্তবায়ন করার পূর্বে ৭৭ গাইড লাইন অনুযায়ী দরখাস্তকারীর বেতন সংশোধন করিয়া তাহার বিভিন্ন সুবিধাদিসহ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি নির্ধারন করা হয়। ১৯৯১

ইং সনের ২৬শে অক্টোবর অর্থ মন্ত্রণালয়ে কর্তৃক জারীকৃত এস, আর, মোতাবেক ১৯৯১ইং সালের জাতীয় বেতন স্কেলে দরখাস্তকারীর বেতন ৩,০৯০/-টাকা নির্ধারন করা হয় জন্য সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক তাহা অনুমোদিত হয়। ১-৭-৯১ইং তারিখের আদেশ বলে দরখাস্তকারী ৩,৪৯৫/-টাকা বেতন নির্ধারণটি বাতিল করা হয় এবং সংশোধিত বেতন কে ভিত্তি করিয়া দরখাস্তকারীর চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করা হয়। চূড়ান্ত বিল হইতে তাহাকে প্রদানকৃত অগ্রিম কর্তন করিয়া মোট ৯৬,৭৩৬/-টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে এবং তাহার আর কোন অবশিষ্ট পাওনা নাই। ফলে দরখাস্তকারীর মামলাটি খরচসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থিত মতে তাহার ৬৩,২১৬·৫০ পয়সা বা ইহার কম বেশী কোন টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে পাওয়ার আদেশ পাইতে পারে কি না।

দরখাস্তকারী তাহার দাবীর সমর্থনে একাই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে এবং প্রদর্শনী ১ হইতে ১১ নং দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ ১ জন সাক্ষী দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং প্রদর্শনী ক হইতে ঘ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন।

প্রদর্শনী-৯ হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর বেতন ১লা জুন ১৯৯৬ ইং তারিখ হইতে জাতীয় বেতন স্কেলে ৩১০/=টাকা বেতন নির্ধারিত হইয়াছে। প্রর্দশনী ১০ হইতে দেখা যায় যে, ২২-৭-৭৮ ইং তারিখের আদেশ বলে দরখাস্তকারীর বেতন ৩১০—৬৭০ টাকা স্কেলে ৩৫৫/=টাকা নির্ধাবিত হইয়াছে এবং ১৮-৭-৭৯ ইং তারিখের আদেশ বলে একই বেতন স্কেলে ৩৭০/=টাকার এবং ১৬-৭-৮০ ইং তারিখের আদেশ বলে ৩৮৫/=টাকায় নির্ধারিত হইয়াছে। প্রদর্শনী ১১ মূলে ৩৭০—৭৪৫/=টাকা স্কেলে দরখাস্তকারীর বেতন ৬৯৫/=টাকা নির্ধারিত হইয়াছে এবং ১-৭-৮৪ ইং তারিখ হইতে তাহার বেতন ৭৯৫/=টাকায় নির্ধারিত হইয়াছে এবং ১৬-৫-৮৬ ইং তারিখের অফিস আদেশ বলে দরখাস্তকারীর বেতন ১৮৫০/= টাকায় নির্ধারিত হইয়াছে। ২-২-১৯৮৮ ইং তারিখ প্রদর্শনী ১১ (এফ) হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর বেতন ১৯-৯-৮৭ ইং তারিখ হইতে ১০০০--২২৮০/=টাকা স্কেলে ২১০০/= টাকায় নির্ধারিত হইয়াছে। উক্ত অফিস আদেশগুলি প্রচারের ব্যাপারে দরখাস্তকারী কোন প্রভাব খাটাইয়াছেন মর্মে কোন অভিযোগ নাই এবং দরখাস্তকারী চাকুরীরত থাকা অবস্থায় উক্ত অফিস আদেশের ভিত্তিতে তাহার বেতন গ্রহণ করিয়াছে। ফলে উক্ত হারে তাহার বেতন গ্রহন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার এই অধিকার হরন বা বাতিল করার ক্ষমতা কাহারো নাই।

প্রতিপক্ষের দাখিলী চূড়ান্ত হিসাব প্রদর্শনী ঘ হইতে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক বে-আইনীভাবে দরখাস্তকারীর মাসিক মজুরী ৩০৯০/=টাকা ধার্য্য করিয়া তাহার মোট পাওনা ১,৪৪,৩০৩/=টাকা নির্ধারন করিয়াছে এবং তন্মধ্যে বেতন ভুল-স্কেলে নিধারনের দরুণ তাহার নিকট ৪৭,৫৬৭/=টাকা পাওনা হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে আরো

দেখা যায় যে, ৭-৮-৯৩ ইং তারিখে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে দরখাস্তকারী গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের উক্ত চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণ যোগ্য নহে। দরখাস্তকারীর সর্ব মোট মাসিক মজুরী ৩,৪৯৫/=টাকা হিসাবে তাহার চূড়ান্ত পাওনার হিসাব প্রস্তুত করা উচিত ছিল। দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, মাসিক মজুরী ৩,৪৯৫/=টাকা হিসাবে তিনি প্রতিপক্ষের নিকট ১,৬৩,২১৬'৫০/=টাকা পাওনা আছেন। স্বীকৃত মতে তিনি ইতিমধ্যে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে প্রতিপক্ষ তাহার অবশিষ্ট ৬৩,২১৬'৫০ টাকা পরিশোধ করিতে আইনতঃ বাধ্য।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী তাহার দাবী প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তাহার প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাইতে হকদার।

অতএব, অত্র মজুরী পরিশোধ মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল। অত্র রায়ের নকল প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীকে উক্ত টাকা পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত।

(মোহাম্মদ আমানউল্লাহ)
চেয়ারম্যান,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান, তৃতীয় শ্রম আদালতের কার্যালয়,
৪নং রাজউক এভিনিউ (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-১০০০।

উপস্থিত: মোহাম্মদ আমান উল্লাহ,
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
রায় প্রচার:- বৃহস্পতিবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইং।
মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১০/৯৮

১। মো: অব্দুল জলিল—দরখাস্তকারী।

বনাম

২। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ভ্যানগার্ড সাভিজ লি:,—প্রতিপক্ষ

রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে। দরখাস্তকারীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, সে প্রতিপক্ষের অধীনে ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখ হইতে স্থায়ী ভ্যাংগার্ড পদে নিয়োগ লাভ করিয়া মাসে ১৪০০

শত টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া আসিতেছিল। দরখাস্তকারী অসুস্থহওয়ার প্রতিপক্ষ তাহাকে ১লা মার্চ ১৯৯৮ ইং তারিখ চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং তাহার পাওনা বুঝিয়া নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশ মোতাবেক প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানের করনিক জনাবা বাকুলীকে হিসাব তৈরী করার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি তাহা করিতে পারিবেন না বলিয়া জানায়। বিষয়টি প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার কে অবহিত করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া দরখাস্তকারীকে বাহির করিয়া দেয়। দরখাস্তকারী বিষয়টি অপর একজন সুপারভাইজারকে জানাইতে চাহিলে তিনি কথা শুনার সময় নাই বলে দরখাস্তকারীকে চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেয়। দরখাস্তকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল লতিফের শরণাপন্ন হইলে তিনি ইহাতে কোন কর্ণপাত করেন নাই। ফলে দরখাস্তকারী তাহার পাওনা দাবী করিয়া ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বরাবরে ৬-৪-৯৮ ইং তারিখে রেজিষ্টারী ডাকযোগে একটি অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। তথাপি মামলাটি দায়েরের পূর্ব পর্যন্ত ৬টি বিভিন্ন খাতে দরখাস্তকারীর মোট পাওনা ৫,২৫০ টাকা পরিশোধ করে নাই। ফলে অত্র মামলা।

প্রতিপক্ষ একটি লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দিতা করিতে অবতীর্ণ হইয়া দরখাস্ত কারীর দাবীকৃত পাওনা টাকা সহ যাবতীয় উক্তি অস্বিকার করিয়া মামলাটি তামাদিতে বারিত, অসৎ উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং মামলা করার কোন কারণ নাই মর্মে উল্লেখ করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, দরখাস্তকারী ১৯-৯-৯৭ ইং তারিখ হইতে মাসিক ১৪০০/- টাকা বেতনে তাহার প্রতিষ্ঠানে ভ্যানগার্ড পদে চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে ১-৩-৯৮ ইং তারিখ তাহার প্রতিষ্ঠান হইতে চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং পরবর্তীতে নানা প্রকার মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্য সম্বলিত একটি চিঠি ৬-৪-৯৮ ইং তারিখে প্রেরণ করে। উক্ত চিঠি প্রাপ্তির পর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া মিথ্যা ও বেআইনী চিঠি প্রেরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া যায়। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী অসৎ উপায়ে লাভবান হওয়ার নিমিত্তে মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করে। প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্তকারী কোন পাওনা নাই এবং পাওনা বুঝিয়া নেওয়ার জন্য তাহাকে বলাও হয় নাই। দরখাস্তকারীর চাকুরীকালীন সময়ের বেতন বুঝিয়া নিয়াছে। এমন কি ফেব্রুয়ারী, ৯৮ সালের বেতন বাবদ ১৪০০/-টাকা গ্রহণ করিয়াছে। দরখাস্তকারীকে দিয়া ফেব্রুয়ারী মাসে কোন ওভার টাইম কাজ করানো হয় নাই। দরখাস্ত-কারীর জামানত বাবত ৫২৫ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট জমা দেয় নাই। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে সর্বমোট ৫ মাস ১২ দিন চাকুরী করিয়াছেন। ফলে সে কোন বোনাস প্রাপ্য নহে। দরখাস্তকারী ঈদের ওভারটাইম বাবদ ১৮০ টাকা দাবী করিয়াছে যাহা সে প্রাপ্য নহে। প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রচলন না থাকায় এই খাতে তাহার জমা বাবদ ৫০০/- টাকা পাওনার দাবী সম্পূর্নরূপে মিথ্যা। দরখাস্তকারী কোন ক্ষতিপূরনও পাইতে পারে না। কারণ সে সেচ্ছায় চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং প্রতিপক্ষ তাহাকে টারমিনেট করিত। দরখাস্তকারী অসৎ উপায়ে লাভবান হওয়ার নিমিত্তে মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছে। ফলে সে কোন প্রতিকার পাইতে পারে না এবং প্রতিপক্ষ মামলাটি খারিজ করিতে প্রার্থনা করে।

দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থিত মতে তাহার দরখাস্তের তফসিলে বর্নিত টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে পাইতে পারে কিনা।

অত্র মামলায় উভয় পক্ষ ১ জন করিয়া সাক্ষীদ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করাইয়াছেন। দরখাস্তকারী স্বয়ং তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছে এবং ফিরিস্তিযোগে তাঁহার ৩টি দরখাস্তের অনুলিপি দাখিল করিয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের একমাত্র সাক্ষী মোঃ শফিকুল্লাহ প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে একজন হিসাব রক্ষক এবং তিনি গত ৪ মাস যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ৫২৫ টাকা জামানত হিসাবে প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে জমা আছে কিনা তাহা তিনি জানেন না। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ১০/৩ তারিখে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দরখাস্তকারীর দরখাস্তের উপর সুলতানকে নতুন বিল করার নির্দেশ দিয়াছিলেন ও এই নির্দেশের নিচের দস্তখতটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক ৫২৫ টাকা জমাদানের দরখাস্তে জেনারেল ম্যানেজারের ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের স্বাক্ষর আছে। তিনি আরো স্বীকার করিয়াছেন যে, দরখাস্তকারী চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার সময় তিনি প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে ছিলেন না। দরখাস্তকারীর দরখাস্তের উপরে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা জেনারেল ম্যানেজারের লিখিত অংশ ও স্বাক্ষর দ্বারা দরখাস্তকারীর দাবী প্রমাণ হয় না এবং হওয়ার কোন কারনও নাই।

দরখাস্তকারীর সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, সে তাহার দরখাস্তে উল্লেখিত দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। সে প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে আমানত হিসাবে ৫২৫ টাকা জমা দিয়াছে মর্মে কোন দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করে নাই। তদুপরি প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের বিধান আছে এবং তাহাতে সে ৫০০ টাকা জমা দিয়াছে মর্মে কোন দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করে নাই। এমনকি তাহার ফেব্রুয়ারী ৯৮ মাসের ৮ দিনের বেতন ওভারটাইম বাবত ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট পাওনা আছে মর্মে কোন দালিলিক প্রমাণ দাখিল করে নাই। উক্ত ৩টি খাতে তিনি দাবী প্রমানের নিমিত্তে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টার গুলি তলব করাইয়া আনা উচিৎ ছিল। কিন্তু তাহা না করায় তাহার উক্ত ৩টি খাতে তাহার পাওনা প্রমাণ করার কোন উপায় নাই। ইহাদের ওভারটাইম বাবদ দরখাস্তকারী ১৮০ টাকা পাওনা দাবী করিয়াছিল। কিন্তু কোন ইহাদের ওভারটাইম তাহা দরখাস্তের তফসীলে উল্লেখ নাই। দরখাস্তকারী ফেব্রুয়ারী ৯৮ মাসের বেতন দাবী করে নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী ফেব্রুয়ারী ৯৮ মাসের বেতন যথারীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের ওভার টাইম বাবদ ১৮০ টাকা তৎপূর্বের হইয়া থাকিলে তাহা নিশ্চয় আদায় করা হইয়াছে এবং সে তাহা পাইতে পারে না। দরখাস্তকারী ১৯৯৮ ইং সনের ১ মাসের বোনাস বাবত ১৪০০ টাকা পাওনা দাবী করিয়াছেন। কিন্তু তাহার চাকুরীর মেয়াদ ৫ মাস ১২ দিন হওয়ায় সে তাহা পাইতে পারে না। তদুপরি সে স্বেচ্ছায় চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় সে কোন টারমিনেশন বেনিফিট ও পাইতে পারে না। দরখাস্তকারী ক্ষতিপূরন বাবদ ২০০০ টাকা দাবী করিয়াছে। ইহা কিসের ক্ষতিপূরন তাহা সে তাহার দরখাস্তে বর্ননা করে নাই।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তের তফসীলে বর্ণিত ৬টি বিভিন্ন খাতে দাবীর মধ্যে ১টি দাবিও যথাযথ ভাবে প্রমাণ করিতে পারে নাই। ফলে সে কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

অতএব, অত্র মোকদ্দমা সৌতরফা সূত্রে বিনা খরচে খারিজ করা হইল।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান, তৃতীয় শ্রম আদালতের কার্যালয়,
৪নং রাজউক এভিনিউ (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-১০০০।

উপস্থিত : মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
মঙ্গলবার, ৮ই সেপ্টম্বর, ১৯৯৮ ইং।
আপীল মোকদ্দমা নং ১/৯৭

১। হুদাই সিমেন্ট (বাং) কোং লিঃ
শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন—আপীলকারী।
বনাম
১। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন রেসপনডেন্ট।
রায়

১৯৬৯ সনের জিলা সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র আপীল মামলার সম্ভব হইয়াছে।

আপীলকারীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, তাহার ইউনিয়নটি উক্ত কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন। তাহার ইউনিয়নটি ১০/৯৬ ইং তারিখে সর্ব সম্মতিক্রমে গঠন করিয়া ১৫/১০/৯৬ ইং তারিখে সাধারণ সভায় ইউনিয়নের সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান মোতাবেক ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। বিগত ১৩/১১/৯৬ইং তারিখে রেসপনডেন্টের নিকট তাহার ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করিলে তাহা ১৭/১১/৯৬ ইং তারিখে একটি চিঠির মাধ্যমে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। আপীলকারী ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া ৩০/১১/৯৬ ইং তারিখে রেসপনডেন্টের বরাবরে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য পুনরায় কাগজপত্র দাখিল করেন। কিন্তু রেসপনডেন্ট কতিপয় কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন কারণ উল্লেখপূর্বক বেআইনীভাবে তাহার ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখাত করেন। ফলে অত্র আপীল দায়ের করিয়া আপীলকারী দাবী করেন যে, আপীলকারীকে অবহিত না করিয়া তাহার অজ্ঞাতে তদন্ত অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে তদন্তের কোন নোটিশ দেওয়া হয় নাই এবং অযৌক্তিক ও কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে তাহার ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করা হয়। ফলে আপীলকারীর ট্রেড ইউনিয়নকে রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের নির্দেশ দানের নিমিত্তে অত্র আপীল।

রেসপনডেন্ট একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলায় প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য অবতীর্ন হয়। আপীলকারীর সমুদয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবী করেন যে, আপীলকারীর সাধারণ সভায় উপস্থিত শ্রমিকগণের কোন নিয়োগ পত্র আপীলকারী প্রদর্শন করিতে পারে নাই। রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনে বিধি বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন না করায় ১৭/১১/৯৬ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে রেসপনডেন্ট কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি উথাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু

৩০/১১/৯৬ ইং তারিখে আপীলকারী উক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ যথাযথভাবে সংশোধন করিয়া দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। আপীলকারী কর্তৃক দাখিলী শ্রমিকদের তালিকায় এমন ৬ (ছয়) জন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী তাহারা শ্রমিক কিনা তৎমর্মে তাহাদের কর্ম-বিবরণী চাওয়া হইলে তাহা সরবরাহ করিতে আপীলকারী ব্যর্থ হন। তদুপরি ৪/১/৯৭ইং তারিখে গন্ধে জমিনে তদন্তকালে ইউনিয়নের সংবিধানে প্রদত্ত ঠিকানা অনুযায়ী কোন কার্য্যালয় খুজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং সংশ্লিষ্ট কোন রেকর্ড পত্র ইউনিয়নের পক্ষ হইতে দেখাইতে পারে নাই। ফলে যুক্তি সংগত এবং আইনসংগত কারণে আপীলকারীর ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করা হইয়াছে এবং আপীল খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

আপীলকারী ট্রেড ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন আইনানুগভাবে প্রত্যাখান করা হইয়াছে কিনা।

অত্র আপীল মামলা আমার পূর্ববর্তী বিজ্ঞ চেয়ারম্যান আপীলকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ফলে আমি অত্র আদালতের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া ২১/১/৯৮ ইং তারিখে রেসপনডেন্ট পক্ষের এক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করি। আপীলকারীগণের পক্ষ হইতে ১—৬ পর্যন্ত প্রদর্শিত দলিলাদি দাখিল করা হয়। রেসপনডেন্টের পক্ষ হইতে ক—ঘ পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করা হয়।

আপীলকারী তাহার আপীলের স্মারকে উল্লেখিত বক্তব্য সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। অপরদিকে রেসপনডেন্ট পক্ষের একমাত্র সাক্ষী রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

স্বীকৃত মতে হুদাই সিমেন্ট (বাং) কোং লিঃ একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত কারখানা এবং ইহার কোন ট্রেড ইউনিয়ন অদ্যাবধি রেজিষ্ট্রেশন পায় নাই এবং আবেদনও করে নাই। আপীলকারী ট্রেড ইউনিয়নটিই একমাত্র ইউনিয়ন যাহা রেজিষ্ট্রেশনের জন্য রেসপনডেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

রেসপনডেন্টের দাখিলী কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, ২৯/১১/৯৬ ইং তারিখে সরে জমিনে তদন্তের ব্যাপারে আপীলকারীকে ডাকযোগে বা পিয়ন মারফৎ কোন প্রকার তদন্ত নোটিশ দিয়াছে মর্মে কোন প্রমাণ নাই। ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরে জমিনে তদন্ত পূর্বে আপীলকারীকে কোন নোটিশ না দিয়া তদন্ত করায় তাহা ন্যায় নীতির পরিপন্থী হইয়াছে এবং আইনের দৃষ্টিতে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। প্রত্যাখ্যান পত্র প্রদর্শনী খ(১) পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ৬টি বিভিন্ন কারণে আপীলকারীর রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করা হইয়াছে। ইহার ১ নং ধারায় ত্রুটি বিচ্যুতি যথাযথভাবে মিটাইতে ব্যর্থ হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি কি ধরনের তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। ২নং ক্রমিকে গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত ঠিকানায় ইউনিয়নের অফিস পাওয়া যায় নাই ৩নং ক্রমিকে ইউনিয়নের রেকর্ড পত্র দেখাতে ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্বীকৃতি মতে আপীলকারীকে কোন নোটিশ প্রদান না করিয়া সরে জমিনে তদন্ত অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। এমতবস্থায় ইউনিয়নটি কার্যকরী পাওয়া না যাওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং ইউনিয়নের কর্মকর্তাগন সরে জমিনে তদন্তের ব্যাপারে অবহিত না থাকায় তাহার পক্ষে রেকর্ড পত্র দেখানোর কোন প্রশ্ন উঠে না। ৪নং ক্রমিকে উল্লেখিত কারণ হইতে দেখা যায় যে, ১৭/১১/৯৬ইং তারিখের পত্রে উল্লেখিত ত্রুটি বিচ্যুতি যথাযথভাবে সংশোধন করা হইয়াছে। কেবলমাত্র কোন সভার মাধ্যমে সংশোধনী আনায়ন করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ না থাকায় এবং সভার সিদ্ধান্তের কপি দাখিল না করায় রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করা হইয়াছে। ৫নং ক্রমিকে উল্লেখিত ৬ জন ইঞ্জিনিয়ার Job Description না দেওয়ায় রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অন্যতম কারণ। উক্ত ৬জন ইঞ্জিনিয়ারকে বাদ দিলেও আপীল কারীর ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার মত নূন্যতম সংখ্যক শ্রমিকের সমর্থন আছে। ৬নং কারণ হিসাবে শ্রমিকদের নিয়োগ পত্র দাখিলের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। হুদাই সিমেন্ট (বাং) কোং লিঃ এর মত বাংলাদেশ শত সহস্র ব্যক্তি মালিকানাধীন মিল কারখানা আছে যাহাতে কাহাকে ও কোন নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় না। আপীলকারী পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র পর্যালোচনা ক্রমে দেখা যায় যে, তাহার ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার মত পর্যাপ্ত কাগজ পত্র রেসপনডেন্টে নিকট দাখিল করিয়াছিল। কিন্তু রেসপনডেন্ট উক্ত কাগজ পত্র সঠিকভাবে পর্যালোচনা না করিয়া এবং নবগঠিত ট্রেড ইউনিয়নটির সীমাবদ্ধতা বিবেচনা না করিয়া যুক্তিহীন কারণে বেআইনীভাবে আপীলকারীর আবেদনটি না মঞ্জুর করিয়াছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সুষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন গড়িয়া তোলার জন্য যাহাদের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে তাহারাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দমাইয়া রাখার চেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় আচরনের প্রতিবাদ করা নিমিত্তে নবগঠিত উক্ত কারখানাটিতে একটি ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব অতীব আবশ্যক। তথাপি রেসপনডেন্ট তাহা বিবেচনা না করিয়া সম্পূর্ন বেআইনীভাবে আপীলকারীর আবেদন প্রত্যাখান করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় ও আদালতের সাথে একমত।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, আপীলকারীর ট্রেড ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও রেসপনডেন্ট তাহা বে-আইনীভাবে প্রত্যাখান করিয়াছে।

অতএব, অত্র আপীল মোকদ্দমা দো· তরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল। এবং রেসপনডেন্টের ১১/১/৯৭ইং তারিখের পত্র নং টিইডি/১৩২/৯৬/১৫৫ বাতিল করা হইল। আপীলকারী হুদাই সিমেন্ট (বাং) কোং লিঃ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নটিকে রায় প্রচারের তারিখ হইতে ৪০ (চল্লিশ দিনের মধ্যে) রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের জন্য রেসপনডেন্ট, রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা বিভাগ-ঢাকাকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

স্বাক্ষর: -
(মোহাম্মদ আমান উল্লাহ)
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান, তৃতীয় শ্রম আদালতের কার্যালয়,
৪ নং রাজউক এভিনিউ (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-১০০০।

উপস্থিত : মোহাম্মদ আমান উল্লা
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায় প্রচার : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইং।

অভিযোগ মামলা নং ২৯/৯৩

১। মোসলেহ উদ্দিন-২ এল, ডি, এ,—প্রথম পক্ষ।

বনাম :

১। নির্বাহী পরিচালক,
২। উপ-মহাব্যবস্থাপক (পার্সোনেল)—দ্বিতীয় পক্ষ।
আদমজী জুট মিলস লিঃ।

রায়

১৯৬৫ ইং সনের (অদ্যাবধি সংশোধিত) স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ আইনের ২৫ (ক) (খ) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, তিনি ২০ বৎসরের ও অধিক কাল পূর্ব হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ১ নং শ্রম দপ্তরে এল, ডি, এ, হিসাবে মাসিক ২,৫৬৫-টাকা বেতনে সততা নিষ্ঠার সাথে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। প্রধান শ্রম কর্মকর্তার মৌখিক নির্দেশে তিনি ১ নং মিলের সুতাকাটা বিভাগের ক-গ শাখার শ্রমিকগণের ছুটির রেকর্ড ও ব্যক্তিগত ফাইল দেখা শুনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ ৪-২-৯৩ ইং তারিখে তাহাকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করে একটি অভিযোগ পত্র দেয়। তিনি অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ১১-৩-৯৩ ইং তারিখে একটি লিখিত জবাব দেন। উক্ত জবাব প্রাপ্তির পর প্রথম পক্ষের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ হিসাব বিভাগের ম্যানেজার জনাব ফজলুর রহমান-কে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি ৩-৪-৯৩ ইং তারিখ হইতে তদন্ত কার্য শুরু করেন। দ্বিতীয় পক্ষের চিঠি অনুযায়ী প্রথম পক্ষ তাহার সাক্ষীগণ কে নিয়া তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইলে তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষ বা তাহার কোন সাক্ষীর কোন জবানবন্দি গ্রহণ না করিয়া কেবল মাত্র প্রথম পক্ষকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। প্রথম পক্ষের জবানবন্দি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া তদন্ত কমিটি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ রাখেন। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মৌখিকভাবে প্রথম পক্ষকে জানান যে ৩/৪ দিন পর তাহার পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং বাদীপক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য তাহার উপস্থিতিতে গ্রহণ করা হইবে ও তাহাকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হইবে। তদন্ত

কমিটির উক্ত মৌখিক নির্দেশ মোতাবেক অপেক্ষা করিতে থাকা অবস্থায় ২৪-৪-৯৩ ইং তারিখে প্রথমপক্ষ তাহার বরখাস্ত পত্র প্রাপ্ত হয়। বরখাস্তপত্রে যে সমস্ত অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। দ্বিতীয় পক্ষ বিনা তদন্তে ও বেআইনীভাবে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছে। উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্তির পর ৬-৫-৯৩ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ ২৫ (ক) ধারা অনুযায়ী রেজিষ্টারী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে একটি অনুযোগ দরখাস্ত দেয়। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত অনুযোগ দরখাস্ত ১০-৫-৯৩ ইং তারিখে পাওয়া সত্ত্বেও তাহার বকেয়া মজুরী পরিশোধসহ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই এবং কোন প্রকার জবাব ও দেন নাই। ফলে অত্র মামলা।

দ্বিতীয় পক্ষ একটি লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবতীর্ন হইয়া প্রথম পক্ষের যাবতীয় উক্তি অস্বীকার করিয়া দাবিকরেন যে, প্রথম পক্ষের ২৫(ক) (খ) ধারার মামলা অচল প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন না করায় মামলাটি খারিজযোগ্য, তমাদি আইনে বারিত এবং মামলাটি ভিত্তিহীন ও হয়রানী-মুলক হওয়ার কারণে ইহা খারিজযোগ। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষক বরখাস্ত করার পূর্বে বিভিন্ন সময়ে তাহাকে সতর্কীকরণ পত্র এবং অভিযোগ পত্র প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকায় তাহাকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করিয়া অন্যান্যদের যোগসাজশে দুর্নীতি করিয়াছে এবং দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমপক্ষ বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশ ছাড়াই শাহজাহান এবং, আমতাব উদ্দিন ও জয়নাল আবেদীনের পদত্যাগের মঞ্জুর পত্রতৈয়ার করেন এবং তাহাদের চূড়ান্ত বিলের যাচাই ছাড়াই স্বাক্ষর করেন। প্রথম পক্ষের লিখিত বক্তব্যে কোন গ্রহণযোগ্য কারণ না থাকায় অভিযোগটি সঠিকভাবে তদন্তের নিমিত্তে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির নির্দেশ পাইয়া প্রথম পক্ষ হাজির হয় এবং তাহার উপস্থি-তিতে আইনানুগভাবে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদন্তকালে প্রথম পক্ষ কোন সাক্ষী নিয়া হাজির হয় নাই এবং তাহার সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ ও করে নাই। এমনকি বাদীকে জেরা করিবেনা বলিয়া জানাইয়া ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রথম পক্ষ কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত কমিটি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উৎপাপন করেন নাই। ১ম পক্ষকে তদন্তকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে মর্মে তিনি স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ করার পর তিনি তাহা পড়িয়া নিজে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আইনানুগভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করিয়া তদন্তকমিটি প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রথম পক্ষের চাকুরীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। ৪ জন শ্রমিক ইস্তফা পত্র না দেওয়া সত্ত্বেও তাহাদের নামে ইস্তেফা পত্র দাখিল ও মঞ্জুর করাইয়া তাহাদের নামে ভুয়া চূড়ান্ত বিল করিয়া বিলের টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনা হইয়াছিল এবং তদন্ত কমিটির তদন্তে তাহা যথাযথভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে আইনানুগ ভাবে চাকুরী

হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ফলে প্রথম পক্ষের অনুযোগপত্র বিবেচনা করার কোন অবকাশ ছিল না। প্রথম পক্ষ ভুয়া বিল করিয়া টাকা আত্মসাতের মাধ্যমে মিলের ক্ষতি করার চেষ্টা করেন। তাহার নিকট হইতে আনুপাতিক হারে টাকা কাটিয়া রাখা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের মামলা ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক। ফলে তাহারা খরচ সহ মামলা খারিজ করার প্রার্থনা করেন।

প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থিত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা।

প্রথম পক্ষ মোসলেহ উদ্দিন-২ একাই তাহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে এবং প্রঃ ১-৪ক পর্যন্ত দলিলাদি দাখিল করিয়াছে। তাহার দাখিলী অভিযোগ পত্র প্রঃ ১ হইতে দেখা যায় যে, ৪ জন শ্রমিকের ইস্তফা পত্রের মঞ্জুরীর ভিত্তিতে তাহাদের নামে ১,০৬,৬৮৮.০০ টাকার বিল করিয়া তাহা আত্মসাত করিয়াছে। অভিযোগ পত্রের জবাব প্রঃ ২ হইতে দেখা যায় যে, সে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে। প্রঃ ৩ হইতে দেখা যায় যে, ইহার মাধ্যমে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছে এবং তাহার চূড়ান্ত পাওনা হইতে ১৫,২৪১.১৪ টাকা কর্তনের আদেশ হইয়াছে। রেজিষ্টারী ডাকযোগে প্রেরিত অনুযোগ পত্র ও ডাক রশিদ যথাক্রমে প্রঃ ৪৩৪ক।

দ্বিতীয় পক্ষ ও একজন সাক্ষী দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করাইয়াছে। এই সাক্ষী এ,কে,এম, মাহবুবুল ওয়াদুদ খাঁন কথিত ঘটনার সময় দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে উপ-ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রঃ ক-গ (২) দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন। বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রঃ ক (সিরিজ), তদন্ত প্রতিবেদন প্রঃ খ এবং প্রথম পক্ষকে সতর্কীকরণ পত্র একটি ও তাহার নামে ইস্যুকৃত অভিযোগ পত্র প্রদর্শনী গ (সিরিজ)।

তদন্ত কার্যক্রম এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, তদন্ত কমিটি মিল কর্তৃপক্ষের পক্ষে মোট ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তদন্তকালে প্রথম পক্ষ তাহার জবানবন্দি প্রদানের পর তদন্ত কমিটি তাহাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করিয়াছেন এবং ৩-৪-৯৩ ও ৬-৪-৯৩ ইং তারিখে তাহার জবানবন্দি সমাপ্ত হয়। আরো দেখা যায় যে, ৪-৪-৯৩ হইতে ১০-৪-৯৩ ইং পর্যন্ত তদন্ত কমিটি বাদী পক্ষের মোট ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সাক্ষীগুলির সাক্ষ্য গ্রহণ কালে অভিযুক্ত কর্মচারী মোসলেহ উদ্দিন উপস্থিত ছিল মর্মে কোন প্রমাণ নাই। অভিযুক্ত কর্মচারী তদন্ত কমিটিকে বলিয়া ছিল যে, আফতারউদ্দিন ও শাহজাহান তাহার নিকট ইস্তফা পত্র দাখিল করিয়াছিল। এমতাবস্থায় অভিযুক্ত কর্মচারীর উপস্থিতিতে এই দুই জন শ্রমিক সহ সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন করিয়া সাক্ষীগণকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। তদুপরি উক্ত দুইজন শ্রমিকের নমুনা স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া ইস্তফা পত্রের স্বাক্ষরের সাথে মিলাই দেখা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করায় তদন্তটি ন্যায় নীতির পরিপন্থী এবং তদন্ত কমিটি বে-আইনী কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা স্বীকৃত যে, উক্ত দুই জন শ্রমিক সহ মোট ৪ জন শ্রমিকের ইস্তফা পত্র গ্রহনের যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ প্রথম পক্ষ সম্পন্ন করিয়াছে। ইস্তফা পত্রে তাহাদের সাক্ষীর সঠিক কিনা এবং তাহাদের দস্তখত যাচাই করার দায়িত্ব তাহারই ছিল। এমতাবস্থায় ৪ জন শ্রমিকের ভুয়া ইস্তফা পত্র গ্রহণ করাইয়া লওয়ার ব্যাপারে তাহার সক্রিয় ভূমিকা ছিল এবং ইহার দায়-দায়িত্ব প্রথম পক্ষ এড়াইতে পারে না। তদুপরি প্রথম পক্ষের চাকুরীর রেকর্ড ভাল নহে। তাহাকে ১৩-৯-৮৯ ইং তারিখে সতর্কীকরণ পত্র এবং ২৯-৮-৮৯ ও ৯-৬-৮৯ ইং তারিখে দুইটি অভিযোগ পত্র দেওয়া হইয়াছে।

তদন্তকার্যক্রম এবং তদন্ত প্রতিবেদন হইতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, তদন্ত কমিটির কর্মকর্তাগণ একত্রে একই নথিতে সকল অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা ভাবে বিভাগীয় মামলার নথি খোলা এবং তাহাতে প্রত্যেক তারিখের কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করিয়া অভিযুক্ত কর্মচারীর স্বাক্ষর রাখা উচিত ছিল। ইহাতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, তদন্ত কমিটি তদন্তকার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এবং বর্তমান মামলায় তদন্ত কার্য্য পরিচালনায় সম্পূর্ন ব্যর্থ।

উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, তদন্তকার্যে ন্যায় বিচার ব্যাহত হইয়াছে এবং অভিযুক্ত কর্মচারীকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

চার জন শ্রমিকের ইস্তফা পত্র গ্রহণ করা হইতে তাহাদের নামে চূড়ান্ত বিল করিয়া ১,০৬,৬৮৮·০০ টাকা আত্মসাৎ গ্রহণকারী অপরাধী চক্রের সাথে প্রথম পক্ষ জড়িত থাকার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। ফলে দ্বিতীয় পক্ষ সঠিক ভাবেই তাহার নিকট হইতে ১৫,২৪১/১৪ টাকা কর্তন করিয়াছে। তবে সঠিকভাবে তদন্ত না হওয়ার কারণে প্রথমপক্ষ তাহার চাকুরী ফেরত পাওয়ার হকদার।

অত্র মামলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সাথে আলোচনায় প্রথম পক্ষ চাকুরী ফেরত পাওয়া তাহারা সমর্থন করেন। অন্যান্য প্রতিকারের বিষয়ে তাহারা কোন সুস্পষ্ট মতামত দিতে পারেন নাই।

অতএব, অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচে মঞ্জুর করা হইল।

প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করার দিন হইতে পুনরায় চাকুরীতে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত সময় কাল বিনা বেতনে বিশেষ ছুটি হিসাবে গণ্য করিয়া এবং সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের পূর্ন বেতন পরিশোধ করিয়া অত্র রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহাকে তাহার পূর্ব পদে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য উভয় দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

(মোহাম্মদ আমান উল্লাহ)
চেয়ারম্যান
তৃতীয় শ্রম আদালত ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যান, তৃতীয় শ্রম আদালতের কার্যালয়,
৪ নং রাজউক এভিনিউ (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা।
উপস্থিত : মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চেয়ারম্যান,
তৃতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
রায় প্রচার : মঙ্গলবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ইং
মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৬১/৯৩
আবদুল আজিজ খন্দকার,—প্রথম পক্ষ।
বনাম
মেসার্স শহীদুল্লাহ এণ্ড এসোসিয়েটস লিঃ,-দ্বিতীয় পক্ষ।
রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার দরখাস্ত হইতে অত্র মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

১ম পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, ১ম পক্ষ ১৯৭৭ সনের ১লা মার্চ ম স হইতে ২য় পক্ষের অধীনে ড্রাইভার পদে চাকুরী করিয়া আসিতেছিল। ২৮-৪-৯৩ ইং তারিখে একটি স্যারকমুলে ৪ মাসের নোটিশ দিয়া ২য় পক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। বরখাস্ত হওয়ার পর ১ম পক্ষ তাহার প্রাপ্য ১,৫০,৩২০ টাকা তাহাকে প্রদানের জন্য ২য় পক্ষ বরাবর অনুযোগ পত্র দেয়। ২য় পক্ষ ইহার সন্তোষজনক জবাব না দিয়া ১ম পক্ষকে কাজে গাফিলতির জন্য কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেয় এবং ১ম পক্ষ ইহার সন্তোষজনক জবাব দেয়। ১ম পক্ষ আইনানুগভাবে ৪টি বিভিন্ন খাতে ২য় পক্ষের নিকট সর্বমোট ১,৫৫,৩২০ টাকা পাওণা। উক্ত টাকা তাহাকে পরিশোধ করার আদেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছে।

প্রতিপক্ষ মামলায় প্রতিদ্বন্দীতা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়া দরখাস্তকারীর যাবতীয় উক্তি ও দাবী মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও অদ্দেশ্য প্রনোদিত মর্মে দাবী করে। তাহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, দরখাস্তকারী বিগত ৩১-১-৮৭ ইং তারিখ হইতে তাহার অধীনে ড্রাইভার পদে চাকুরী করিয়া আসিতেছে এবং অদ্যাবধি চাকুরীতে নিয়োজিত আছে। দরখাস্তকারীর চাকুরীর রেকর্ড সন্তোষজনক নহে। কর্তব্যে অবহেলা, বিলম্বে অফিসে উপস্থিতি, উশৃংখল আচরণ এবং নানা প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসদাচরণের জন্য বহুবার তাহাকে কারণ দর্শাইবার নোটিশসহ সতর্কতার নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে দরখাস্তকারী সংশোধন না হওয়ায় তাহাকে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক বিগত ২৮-৪-৯৩ইং তারিখে ১২০ দিনের টারমিনেশন নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী নিজে স্বাক্ষর করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিপক্ষ তাহাকে প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক চাকুরীচ্যুত করিয়াছে এবং ইহা ২৮-৪-৯৩ইং তারিখ হইতে কার্যকর করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থিত মতে অপরিশোধিত মজুরী পাওয়ার হকদার নহে। মামলা দায়েরের পরেও দরখাস্তকারী চাকুরীতে থাকায় ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় দরখাস্ত রক্ষণীয় নহে এবং মামলাটি অচল। দরখাস্তকারী ১৯৭৭ ইং সনের মার্চ মাসে নিয়োগ

প্রাপ্ত হইয়া চাকুরী করিয়া আসার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। দরখাস্তকারী ৭-২-৭৯ ইং হইতে ৭-৩-৮৩ ইং পর্যন্ত চাকুরী করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া বিদেশ চলিয়া যায় এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া ১-২-৮৭ ইং তারিখে পুনরায় নতুনভাবে চাকুরী গ্রহণ করে। উক্ত তারিখ হইতে জবাব দাখিলের দিন পর্যন্ত দরখাস্ত কারী ৬ বৎসর ৬ মাস যাবৎ প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরী করিতেছে। অতিরিক্ত কাজের জন্য দরখাস্তকারীকে তাহার প্রতি মাসের বেতনের সাথে শতকরা ৪৫% হারে অতিরিক্তকাজের ভাতা প্রদান করা হইয়াছে এবং অন্যান্য কর্মচারী-দের সাথে তাহাকে ১৯৯২ ইং সনের ২টি ঈদ বোনাস প্রদান করা হইয়াছে। ফলে তাহার চাকুরী অবসানের দিনের পূর্বে কোন মজুরী প্রতিপক্ষের নিকট পাওয়া যায় নাই এবং মামলাটি খরচাসহ খারিজ করার প্রার্থনা করিয়াছে।

দরখাস্তকারী তাহার দাবী মোতাবেক প্রতি পক্ষের নিকট পাওনা টাকা আদায়ের আদেশ পাইতে পারে কি না।

দরখাস্তকারী তাহার দাবীর সমর্থনে যে একাই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, সে তাহার দাবীর সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করে নাই।

প্রতিপক্ষ ২ জন সাক্ষী দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করাইয়াছেন। তাহারা প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে প্রদর্শনী ক ও খ দাখিল করিয়াছে। প্রতিপক্ষের ২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে এবং তাহাদের দাখিলী প্রদর্শিত স্যালারী সিট হইতে দেখা যায় যে, ১৯৯৩ ইং সনের জুলাই মাসের বেতন এবং ভাতাদি দরখাস্তকারীকে প্রদান করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী মামলা দায়ের করিয়াছে ১৪-৬-৯৩ইং তারিখে এবং ১৯৯৩ ইং সনের আগষ্ট মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ তাহার চাকুরীচ্যুতির নোটিশ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ১৯৯৩ইং সনের আগষ্ট মাসে ২৭ দিনের বেতন পাওনা হয় নাই। দরখাস্তকারী মামলাটি দায়েরের সময় ইহা অপরিপক্ক ছিল। দরখাস্তকারী ৪-৬-৯৭ ইং তারিখে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। সে সাক্ষ্য প্রদান কালে তাহার ১৯৯৩ ইং সালের আগষ্ট ২৭ দিনের বেতন প্রতিপক্ষ পরিশোধ করে নাই মর্মে কোন বক্তব্য প্রদান করে নাই। তাহার দাখিলী ওভারটাইম কাজে নোট বুক প্রদর্শনী-১ হইতে তাহার ওভার টাইম কাজের মজুরী প্রতিপক্ষ পরিশোধ করে নাই মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা হতে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী তাহার আরজিতে উল্লেখিত অপরিশোধিত মজুরী প্রতিপক্ষের নিকট পাওনা আছে মর্মে প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণ-রূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

অতএব, অত্র মজুরী পরিশোধ মামলা দো-তরফা সূত্রে খরচসহ না মঞ্জুরী করা হইল। মামলার খরচ বাবদ ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা ধার্য্য করা হইল। রায় প্রচারে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত টাকা প্রতিপক্ষকে প্রদানের জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দেওয়া হইল। উক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্তকারী টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে প্রতিপক্ষ উপযুক্ত আদালতের মাধ্যমে তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

(মোহাম্মদ আমান উল্লাহ)
চেয়ারম্যান,

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।